ফ্লাইট অব ফ্যান্সি

জর্জের সঙ্গে যখন ডিনার করি, বিল দেয়ার সময় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকি। নগদে বিল পরিশোধ করি আমি, এতে জর্জ ভাংতিটা ওর পকেটে ঢোকানোর সুযোগ পেয়ে যায়। তবে ভাংতিটা যেন খুব বেশি না হয়ে যায়, সেদিকেও সতর্ক নজর থাকে আমার, আর বকশিশটা আলাদাভাবে দিই।

আমরা আজ কোর্ট হাউজে ডিনার সেরে সেন্ট্রাল পার্কে ঢুকেছি হাঁটাহাঁটি করতে। চমৎকার একটি দিন। হাঁটতে হাঁটতে গরম লাগছিল বলে একটা গাছের ছায়ার নিচে, বেঞ্চিতে বসলাম দু'জনে।

জর্জ গাছের ডালে বসা একটা পাখিকে লক্ষ করছিল, খানিক গা মোড়ামুড়ি করে উড়াল দিল ওটা। জর্জ দেখল পাখিটার চলে যাওয়া।

জর্জ বলল, 'ছেলেবেলায় আমি অনেক চেষ্টা করেছি গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করতে। পারিনি।'

আমি বললাম, 'প্রতিটি শিশুই পাখিদেরকে ঈর্ষা করে। বড়রাও। যদিও মানুষ আজ উড়তে পারে পাখির চেয়ে দ্রুত এবং যেতেও পারে অনেক দূরে। ওইসব প্লেনের কথা ভাব যেগুলো জলপথে নয়দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে বিরতিহীনভাবে, রিফুয়েলিং ছাড়াই। কোনো পাখির পক্ষে এটা সম্ভব নয়।'

'কোনো পাখির দায় পড়েছে ও কাজ করতে?' অবজ্ঞার সুরে বলল জর্জ।

'আমি সে রকম কোনো যন্ত্রের কথা বলছি না যেটা ওড়ে কিংবা গ্লাইডারে ঝুলে ওড়ার কথাও বলছি না। ওগুলো টেকনোলজিক্যাল কমপ্রোমাইজ। আমি বলছি নিয়ন্ত্রণের কথা ; বাহুদুটো আস্তে আস্তে নাড়াবেন, তারপর উঠে পড়বেন শূন্যে এবং উড়বেন নিজের ইচ্ছে মতো।'

www.banglainternet.com

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'তুমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে মুক্ত হবার কথা বলছ। আমিও এক সময় এ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি, জর্জ। স্বপ্ন দেখতাম শূন্যে বাতাসে, তারপর ধীর গতিতে নেমে পড়ছি মাটিতে। ব্যাপারটা ঘটা অসম্ভব, তাই শুধু স্বপ্নই দেখতাম। তবে শূন্যে ভেসে বেড়ানোর ব্যাপারটা মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখত যে শেষে হতাশায় ভুগতাম।'

'এরচে'ও খারাপ অভিজ্ঞতার কথা আমি জানি,' বলল জর্জ।

'তাই নাকি ? তুমিও একই স্বপ্ন দেখতে ?'

'স্বপ্ন! স্বপ্ন নিয়ে কারবার আমি করি না। আপনার মতো ছেলেমানুষরাই স্বপ্ন দেখে। আমি বাস্তবতার কথা বলছি।'

'তুমি সত্যি সত্যি ওটার কথা বলছ ? কোনো স্পেসশিপে চড়ে কক্ষপথ ঘুরে আসার সুযোগ হয়েছে নাকি ?'

'স্পেসশিপে নয়। এ পৃথিবীতেই ওড়ার সুযোগ হয়েছে। আর আমি উড়িনি। উড়েছে আমার বন্ধু বালদুর অ্যান্ডারসন—গল্পটা আপনাকে খুলেই বলি—

আমার বেশিরভাগ বন্ধু [বলল জর্জ] বুদ্ধিজীবী এবং পেশাদার। তবে বালদুর তা ছিল না। সে ট্যাক্সি চালাত, শিক্ষাদীক্ষার তেমন বালাই ছিল না। তবে বিজ্ঞানের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের প্রিয় পাবে বসে বহু সন্ধ্যা আমরা মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বিগ ব্যাং, থারমোডিনামিক্সের সূত্র আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গল্প করে পার করে দিয়েছি। এই রহস্যময় বিষয়গুলো ওকে ব্যাখ্যা করে দিতাম বলে ও আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করত।

তবে ওর একটা দোষ ছিল ও কোনো কিছু বিশ্বাস করতে চাইত না। অবিশ্বাসী। তবে আপনাদের মতো দার্শনিক অবিশ্বাসী নয় যারা সুপার ন্যাচারাল যে কোনো বিষয় অগ্রাহ্য করে, যারা সেকুলার হিউম্যানিস্ট অর্গানাইজেশনে যোগ দেয় এবং যারা নিজেদেরকে এমন ভাষায় উপস্থাপন করে পত্রিকার পাতায় যে রচনার মাথামুণ্ডু কেউ বোঝে না এবং পরেও না।

বালদুর ছিল সে রকম টাইপের অবিশ্বাসী যাকে অনেকটা নাস্তিক বলা যায়। সে পাবে বসে এমন সব বিষয় নিয়ে লোকজনের সঙ্গে তর্ক করত যে বিষয় সম্পর্কে তার নিজের যেমন কোনো ধারণা ছিল না, অপরপক্ষও কিছু জানত না। ওদের তর্কাতর্কিটা হতো এ রকম :

www.banglainternet.com

'তোমার মাথায় যদি এতই বুদ্ধি, পেঁয়াজের মাথা,' বলত বালদুর, 'তাহলে বল তো কেইন তার বৌকে কোথায় পেল ?'

'এ নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে,' জবাব দিত অন্যপক্ষ।

'কারণ বাইবেলের মতে ইভ ছিল ওই সময় একমাত্র জীবিত নারী,' বলত বালদুর।

'জানলে কী করে ?'

'বাইবেলে তাই লেখা আছে।'

'লেখা নেই। দেখাও কোথায় বলছে, "ওই সময় ইভই গোটা পৃথিবীতে একমাত্র নারী ছিল।" '

'পরিষ্কার বলা আছে।'

'ছাতা বলা আছে।'

'হ্যাঁ, তাই!'

আমি বালদুরকে বলতাম, 'বালদুর, মানুষের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে যেও না। এতে কোনো ফায়দা হবে না, মনোমালিন্যই বাড়বে শুধু।'

তবে বালদুর আমার কথায় পাত্তা দিত না। সে বলত, 'ওরা আমার সঙ্গে পারলে লাগতে আসুক তো। চেহারা পাল্টে দেব সব ক'টার। না জেনে উল্টোপাল্টা কথা বলে!'

কারো মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে দেয়ার মতো ক্ষমতা বালদুরের ছিল। কারণ সে ছিল বিশালদেহী, পেশিবহুল শরীরের অধিকারী। থ্যাবড়া নাক দেখলে বোঝা যায় অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে ওটার ওপর দিয়ে।

'আমি জানি তুমি তা পারবে,' বলতাম আমি। 'কিন্তু ধর্ম নিয়ে তর্ক করতে গেলে সবাই তোমার বিপক্ষেই কথা বলবে। তাছাড়া, ধরো ধর্মীয় কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে তুমি জিতে গেলে, তার মানে একজনকে তার ধর্মবিশ্বাস থেকে টলিয়ে দিলে। এটা কি ঠিক ঠিক হবে ?'

বালদুরকে মনে হল ফাঁপড়ে পড়েছে, কী বলবে বুঝতে পারছে না। ওর অন্তরটা শিশুর মতো সরল আর দয়ালু। জবাব দিল, 'আমি কখনো ধর্মের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কথা বলি না। আমি বলছিলাম কেইন আর জোনাহ'র পক্ষে তিন দিন তিমির পেটের মধ্যে থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় কিংবা পানির ওপর হাঁটাও একটি অসম্ভব ব্যাপার। আমি কখনো ফালতু কথা বলি না। সান্তাক্লস সম্পর্কে আমি কখনো কিছু বলিনি। বলেছি ? সেদিন শুনলাম একজন গলা ফাটাচ্ছে সান্তাক্লসের আটটি রেইনডিয়ার

www.banglainternet.com

ছিল এবং স্লেজ টানার জন্যে রুডলফ নামে লাল নাকের কোনো রেইনডিয়ার নাকি ওগুলোর মধ্যে ছিল না। আমি বললাম, "এসব কথা বলে বাচ্চাদের মন খারাপ করে দিতে চাও?" তারপর এক বিরাশি সিক্কার ঘুসি কসিয়ে দিলাম ব্যাটার নাকে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তুমি এমন অবিশ্বাসী কিভাবে হলে?'

'দেবদূতদের কারণে,' ভুরু কুঁচকে জবাব দিল ও।

'দেবদূত?'

'হ্যাঁ। ছেলেবেলায় আমি দেবদূতদের ছবি দেখেছি। তুমি দেখনি কখনো?'

'অবশ্যই দেখেছি।'

'ওদের পাখা আছে। আছে হাত এবং পা, পিঠে মস্ত ডানা। আমি ছেলেবেলায় বিজ্ঞানের ওপর অনেক বই পড়তাম। তাতে লেখা থাকত যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে তাদের চারটে অঙ্গ থাকে। তাদের চারটে পা কিংবা দুটো হাত এবং একজোড়া পা থাকে কিংবা দুটো ডানা থাকে। মাঝে মাঝে পেছনের দু'পা খসে পড়ে তাদের তিমির মতো, কিংবা কিউয়িদের মতো সামনের পা জোড়া অথবা সাপের মতো চারটে পা-ই তারা হারায়। তবে চারটে অঙ্গের বেশি হয় না কারো। তাহলে দেবদূতদের ছয়টা অঙ্গ এল কোত্থেকে— দুটো পা, দুটো হাত এবং একজোড়া ডানা? ওদের মেরুদণ্ডও আছে, তাই না? তারা পোকামাকড়ও নয়। আমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কী করে সম্ভব হল? তিনি আমাকে ধমক মেরে চুপ করিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আমার মধ্যে এ সব ব্যাপারে অবিশ্বাস জন্ম নিতে থাকে।'

আমি বললাম, 'বালদুর, দেবদূতদেরকে অত সিরিয়াসভাবে নেয়ার কিছু নেই। তাদের ডানা আসলে প্রতীকী। ডানা দিয়ে তাদের ওড়ার ক্ষমতার কথা শেখানো হয়েছে যে দেবদূতরা যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারেন।'

'তাই নাকি?' বলল বালদুর। 'তুমি ওই বাইবেল পাগল লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করে দেখ দেবদূতদের ডানা আছে কি না। তারা বিশ্বাস করে দেবদূতরা ডানা নিয়ে জন্মেছে। ছয়টি অঙ্গের ব্যাপার বোঝার বুদ্ধিই ওদের মাথায় নেই। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে ভোঁতা মনে হয়। আর দেবদূতদের ব্যাপারটা আমাকে বিব্রত করে। তারা উড়তে পারে, তাহলে আমি কেন উড়তে পারি না? এটা ঠিক না।' নিচের ঠোঁটটা এমনভাবে

www.banglainternet.com

বেঁকে গেল বালদুরের মনে হল কেঁদে ফেলবে। ওর জন্যে মায়া লাগল আমার। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

'যদি তাই বল, বালদুর,' বললাম আমি, 'তাহলে তুমি মৃত্যুর পরে যখন স্বর্গে যাবে, একজোড়া ডানা পেয়ে যাবে। তুমিও তখন উড়তে পারবে।'

'তুমি এসব আজেবাজে কথা বিশ্বাস করো, জর্জ?'

'না, ঠিক করি না, তবে বিশ্বাস করলে মন্দ কি? তুমিও করো না কেন?'

'আমি বিশ্বাস করব না। কারণ এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। সারাজীবন আমি উড়তে চেয়েছি—নিজে নিজে, আমার হাত দিয়ে। ভেবেছি এ পৃথিবীতে বসেই শুধু হাতের সাহায্যে ওড়া যাবে, এর কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় না থেকে পারে না।'

আমি ওকে তখনো সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর বোধহয় একটু বেশি গিলে ফেলেছিলাম, তাই মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল, 'আমি নিশ্চিত, একটা না একটা উপায় আছেই।'

টকটকে লাল চোখে আমার দিকে তাকাল বালদুর। 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' প্রায় গর্জনের মতো শোনাল ওর কণ্ঠ। 'আমার ছেলেবেলার এক সৎ ইচ্ছেকে নিয়ে মশকরা হচ্ছে?'

'না, না,' বলে উঠলাম আমি, হঠাৎ বুঝে ফেললাম ডজনখানেক ড্রিঙ্ক গেলাটা ওর জন্যে অতিরিক্ত হয়ে গেছে, কারণ ডান হাতের মুঠোটা অশুভ ভঙ্গিতে, শক্ত করে ধরে আছে ও। 'আমি কি ছেলেবেলার একটি সৎ ইচ্ছে নিয়ে মশকরা করতে পারি? কিংবা বড় হবার পরের কোনো বাসনা নিয়ে? আমি আসলে এক বৈজ্ঞানিকের কথা বলতে চাইছিলাম সে হয়তো ওড়ার কোনো পথ বাতলে দিতে পারবে।'

এখনো আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে বালদুর।

'ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ। সে কী বলে আমাকে জানিও। আমাকে নিয়ে যারা হাসি-তামাশার চেষ্টা করে তাদেরকে আমি পছন্দ করি না। তোমাকে নিয়ে আমি কোনোদিন ঠাট্টা করেছি?'

আমি বললাম, 'না, তা করোনি। ভেব না। আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলব। সব ঠিক করে ফেলব।'

কাজটা করাই নিজের জন্যে মঙ্গলজনক মনে হচ্ছিল। প্রথমত, ফাও ড্রিঙ্ক পানের সুযোগটা হারাতে চাই না। দ্বিতীয়ত, বালদুরের শত্রু হতে চাই না। কারণ বালদুর অভিশাপে বিশ্বাস করে না। শত্রুকে এক ঘুসিতে মাটিতে শুইয়ে দিতে বরং পছন্দ করে।

www.banglainternet.com

কাজেই বিষয়টি নিয়ে অ্যাজাজেলের সঙ্গে আমি কথা বললাম। ওর কথা আপনাকে বলেছি, তাই না ? আপনি জানেন ওকে স্মরণ করলে ও যথারীতি মেজাজ খারাপ করে আসে এবং ওকে তোয়াজ করে মন গলাতে হয় এবং সবশেষে আসল কথা বলতে হয়।

বলাবাহুল্য, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। গৌরচন্দ্রিকা শেষ হবার পরে আমি বললাম, 'হে শক্তিমান, আমি জানি তুমি উড়তে পার। কিন্তু আমরা পারি না। কিন্তু উড়তে চাই। মানে আমার এক বন্ধুর শখ হয়েছে সে উড়বে।' বলে বালদুরের কথা জানালাম ওকে। যথারীতি খানিক গাঁইগুঁই করার পরে, "তোমার বন্ধুগুলো সব অদ্ভুত," মন্তব্য করে অ্যাজাজেল তার লেজের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল। পরক্ষণে ব্যথা পেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল। আমি ওর লেজে ফুঁ দিলাম। এতে আরাম পেল অ্যাজাজেল। খানিক ভেবে সে বলল, 'তুমি অ্যান্টিগ্রাভিটির কথা বলেছ। এটা করতে হলে মেকানিক্যাল অ্যান্টিগ্রাভিটি ডিভাইসের দরকার হবে, তোমার বন্ধুর অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের পুরো সহযোগিতা পেলেই কাজটা করা সম্ভব।'

'ওর অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম আছে ?' বললাম আমি, 'কিন্তু কাজটা কিভাবে করবে ?'

'ওকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে ও উড়তে পারে,' জবাব দিল অ্যাজাজেল। 'বাকিটা আমার ডিভাইস ম্যানেজ করবে।'

দিন দুই পরে বালদুরের বাসায় গেলাম। ওকে ডিভাইসটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই নাও।'

ডিভাইসটা আখরোট আকৃতির, কানে লাগালে অত্যন্ত ক্ষীণ একটা বিন বিন শব্দ শোনা যায়। শক্তির উৎস কোথায় আমি জানি না, তবে অ্যাজাজেল আমাকে ভরসা দিয়েছে জিনিসটা ভাঙবে না। ও আরো বলেছে যে উড়তে চাইলে তার শরীরের সঙ্গে স্পর্শে থাকতে হবে ডিভাইসের। তাই ওটা একটা ছোট চেইনে ঢুকিয়ে আমি একটা লকেট বানিয়ে নিয়েছি। 'এই নাও,' বললাম আবার। বালদুর চট করে একপাশে সরে গেল, দৃষ্টিতে সন্দেহ। 'এটা গলায় পরে রাখবে, তবে গেঞ্জির তলায় যেন জিনিসটা থাকে।'

ও জানতে চাইল, 'কী এটা, জর্জ ?'

'এটা একটা অ্যান্টিগ্রাভিটি ডিভাইস, বালদুর। লেটেস্ট জিনিস। দারুণ সায়েন্টিফিক এবং অত্যন্ত গোপন একটি বিষয়। কাউকে এর কথা বলা যাবে না।'

www.banglainternet.com

বালদুর হাত বাড়াল চেইনটার দিকে। 'সত্যি বলছ ? তোমার বন্ধু দিয়েছে ?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'পরে ফেল।'

সামান্য ইতস্তত করে মাথার মধ্যে ওটাকে গলিয়ে দিল বালদুর, গেঞ্জির নিচেই থাকল জিনিসটা। জানতে চাইল, 'এবার কী ?'

'এবার হাত তুললেই উড়তে পারবে।'

হাতজোড়া শরীরের দু'পাশে ডানার মতো ছড়িয়ে দিল বালদুর। ঘটল না কিছুই। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। 'আমার সঙ্গে মজা করতে এসেছ ?'

'না। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি উড়তে পার। ওয়াল্ট ডিজনি'র পিটার প্যান দেখেছ ? নিজেকে শোনাও, "আমি উড়তে পারি। আমি উড়তে পারি, আমি উড়তে পারি।" '

বালদুর অনেকক্ষণ আমার দিকে স্থির, কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি। বললাম, 'একটু সময় লাগবে, বালদুর। তোমাকে শিখতে হবে।'

কটমট করে ও এখনো তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে, তবে হাত জোড়া ডানার মতো ঝাপটাতে ঝাপটাতে বলতে লাগল, 'আমি উড়তে পারি। আমি উড়তে পারি। আমি উড়তে পারি।'

কিন্তু ঘটল না কিছুই।

'লাফ দাও।' বললাম আমি। 'ছোট্ট করে।' নার্ভাস হয়ে ভাবছিলাম অ্যাজাজেলটা করছে কি।

বালদুর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভস্ম করতে করতে, হাত নাড়তে নাড়তে লাফ দিল। ফুটখানেক ওপরে উঠে গেল ওর শরীর, ভেসে রইল ওখানে, আমি তিন পর্যন্ত গুণলাম, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল ও।

'হেই,' বলল ও।

'হেই,' অবাক গলায় সাড়া দিলাম আমি।

'মনে হল আমি যেন ওখানে ভেসে ছিলাম।'

'খুব ভালোভাবেই ভাসছিলে।'

'ঠিক। হেই, আমি তো উড়তে পারি। আরেকবার চেষ্টা করে দেখি।'

করল ও, এবার লাফের চোটে ছাতে গিয়ে দিড়িম করে বাড়ি খেল। তালু ঘষতে ঘষতে নেমে এল নিচে। বলল, 'এবার বাইরে যাই। চল।'

'তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে ? নিশ্চয়ই চাওনা লোকে জানুক তুমি উড়তে পার। ওরা তোমার কাছ থেকে অ্যান্টিগ্রাভিটির জিনিসটা

www.banglainternet.com

কেড়ে নেবে, বিজ্ঞানীরা ওটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। তুমি আর কোনোদিন ওড়ার সুযোগ পাবে না। আমার বন্ধু শুধু এ ব্যাপারটা জানে আর এটা খুব গোপনীয়।'

'তো, এখন কী করব আমি?'

'ঘরের মধ্যে মজা করে উড়ে বেড়াও।'

'ওতে বেশি মজা নেই।'

'মজা নেই? তাহলে পাঁচ মিনিট আগে উড়তে গিয়ে মজা পেলে কিভাবে?'

আমার শক্তিশালী যুক্তির কাছে ওকে হার মানতে হল।

অস্বীকার করব না ওকে যখন লিভিং রুমের মধ্যে উড়তে দেখলাম, আমারও ইচ্ছে করছিল উড়ে বেড়াতে। তবে অ্যান্টিগ্রাভিটি ডিভাইসটা ও হস্তান্তর করতে রাজি হবে বলে মনে হল না। তাছাড়া সন্দেহও হচ্ছিল জিনিসটা আদৌ আমার ক্ষেত্রে কাজ করবে কি না।

অ্যাজাজেল সরাসরি আমার উপকারের জন্যে কখনো কিছু করেনি। তার উপহার, বলে সে, শুধু অন্যের উপকারের জন্যে। আমিও আমার উপকারীদের কাছ থেকে উপকার পাবার চেষ্টা করিনি।

বালদুর অনেকক্ষণ ওড়াউড়ি করে শেষে একটা চেয়ারে বসল, তৃপ্ত গলায় বলল, 'তুমি বলছ আমি এসব করতে পারছি শুধু বিশ্বাসের জোরে?'

'ঠিক তাই,' বললাম আমি, 'এটাকে বলতে পার ফ্লাইট অব ফ্যান্সি বা কল্পনায় ওড়া।'

বালদুর বলল, 'দেখ, জর্জ, স্বর্গ বা দেবদূতের ডানার চেয়ে বিজ্ঞান বিশ্বাস করা অনেক ভালো কাজ।'

'অবশ্যই,' বললাম আমি। 'আমরা কি এখন ডিনার খেতে যেতে পারি?'

'একশো বার।' বলল ও—সে সন্ধ্যায় চমৎকার ডিনার খাওয়াল বালদুর।

কয়েকদিন পরে বালদুর এসে বলল, 'অ্যাপার্টমেন্টে আর ভাল্লাগছে না। ওখানে ওড়ার জায়গা নেই। আমি ওড়ার মজা পাচ্ছি না। খোলা জায়গায় উড়তে চাই আমি। আকাশে উড়ে বেড়াতে চাই।'

'তোমাকে লোকে দেখে ফেলবে।'

'রাতের বেলা উড়ব।'

'পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শরীরের হাড্ডি একটাও আস্ত থাকবে না।'

www.banglainternet.com

'অত উঁচুতে না উঠলেই হল।'

'তাহলে আর রাতের বেলা উড়ে লাভ কি? ঘরে বসে উড়লেই হল।'

'আমি এমন কোনো জায়গা খুঁজে নেব যেখানে মানুষজন নেই।'

'আজকাল,' বললাম আমি, 'কোথায়ই বা মানুষ নেই?'

আমার যুক্তি এবারও মানতে হল বালদুরকে, তবে ক্রমে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল ও। তারপর বেশ কয়েকদিন ওর কোনো খোঁজ পেলাম না আমি। বাড়িতে নেই। যে ট্যাক্সি গ্যারেজে ও কাজ করে সেখানে জিজ্ঞেস করে জানলাম দু'হপ্তার ছুটি নিয়েছে বালদুর। না, তারা জানে না বালদুর কোথায় গেছে। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। উড়তে গিয়ে কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে বালদুর, কে জানে।

অবশেষে দেখা মিলল ওর। বাসায় ফিরে ফোন করল আমাকে। ওর ভাঙা কণ্ঠ প্রথমে চিনতেই পারিনি। বলল আমি যেন এক্ষুনি ওর বাসায় চলে আসি।

বালদুরকে দেখলাম হতাশ, ম্লান মুখে বসে আছে ঘরে। 'জর্জ,' বলল ও, 'আমার ওটা মোটেই করা উচিত হয়নি।'

'কী করা উচিত হয়নি, বালদুর?'

গলগল করে বলতে লাগল ও এবার। 'মনে আছে আমি বলেছিলাম এমন জায়গা খুঁজে বের করব যেখানে লোকজন নেই?'

'মনে আছে।'

'তো আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। একদিন আবহাওয়া বার্তায় শুনলাম কয়েকদিন আবহাওয়া খুব ভালো যাবে, বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই, চমৎকার ঝকঝকে দিন থাকবে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাড়া করলাম একটা প্লেন। ট্যাক্সির মতো প্লেন ভাড়া পাওয়া যায় এ রকম এয়ারপোর্ট আছে, জান নিশ্চয়ই।'

'জানি, জানি,' বললাম আমি।

'আমি পাইলটকে বললাম শহরতলির দিকে প্লেন নিয়ে যেতে, গ্রামাঞ্চলের ওপর প্লেন চালাবে। বললাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখব। আসলে খালি জায়গা খুঁজছিলাম আমি। পেয়েও গেলাম সে রকম একটা জায়গা। ঠিক করলাম এ জায়গায় আমি ছুটির দিনে আসব এবং মনের সাধ মিটিয়ে উড়ে বেড়াব।'

'বালদুর,' বললাম আমি, 'আকাশ থেকে দেখে বোঝা সম্ভব নয় কোন্ জায়গা সত্যিকারের খালি। ওপর থেকে খালি দেখালেও আসলে ওসব জায়গা লোকে ভর্তি থাকে।'

www.banglainternet.com

তেতো গলায় ও বলল, 'এখন আর এসব বলে লাভ কি।' বিরতি দিল বালদুর, মাথা নাড়ল, তারপর আবার শুরু করল, 'প্লেনটা ছিল ওল্ডফ্যাশনের। সামনে খোলা ককপিট এবং পেছনে খোলা প্যাসেঞ্জার সিট। আমি ঝুঁকে দেখে নিশ্চিত হলাম ওদিকে কোনো হাইওয়ে, গাড়ি-ঘোড়া বা খামার-বাড়ি নেই। ভালোভাবে দেখার জন্যে খুলে ফেললাম সিটবেল্ট। উড়তে পারি তাই কোনো ভয় ছিল না মনে। আমি যে ঝুঁকে দেখছি পাইলট তা জানত না। সে হঠাৎ একদিকে বাঁক নিল, সাথে সাথে ভারসাম্য হারিয়ে প্লেন থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম আমি।'

'গুড হেভেনস!' বলে উঠলাম আমি।

বালদুর বিয়ারের ক্যান খুলে তৃষ্ণার্তের মতো পান করল। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'জর্জ, প্যারাস্যুট ছাড়া তুমি কখনো প্লেন থেকে পড়ে গিয়েছ?'

'না,' বললাম আমি।

'একদিন পড়ে গিয়ে দেখ,' বলল বালদুর। 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়, বুঝলে। কয়েক মুহূর্ত আমি বুঝতেই পারিনি কী ঘটছে। আমার চারপাশে থৈ থৈ করছে খোলা হাওয়ার সাগর, জমিন যেন বনবন করে ঘুরছে, ঝট করে উঠে আসছে আমার দিকে, আবার নেমে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম হচ্ছে কী এসব। তারপর বাতাসের ছোঁয়া পেলাম গায়ে। ধাক্কা মারল আমাকে। ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠল ধাক্কাটা। কোত্থেকে যে আসছে জানি না। তারপর মাথায় চিন্তাটা হঠাৎ ঢুকল, আরে, আমি তো পড়ে যাচ্ছি! মনে মনে কথাটা বলামাত্র লক্ষ করলাম সাঁ সাঁ করে পতন শুরু হয়েছে আমার, দ্রুত বাড়িয়ে আসছে নিচের জমিন। এক্ষুনি বাড়ি খেয়ে মাথাটা চৌচির হয়ে যাবে। ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম।

'তুমি বিশ্বাস করবে, জর্জ, সারাটা সময় একবারের জন্যেও মনে আসেনি যে আমি উড়তে পারি। সাংঘাতিক অবাক হয়ে গেছিলাম আমি। মারাও যেতে পারতাম। প্রায় মাটির কাছাকাছি চলে এসেছি, মনে পড়ে গেল কথাটা, মনে মনে বললাম : আমি উড়তে পারি! উড়তে পারি! এ যেন বাতাসে হড়কে যাবার মতো। মনে হল বাতাসটা বড় একটা রবার ব্যান্ডে পরিণত হল, আমি ওটার ওপরে, এবং আমাকে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ব্যান্ডটা। সেই সাথে আমার পতনের গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হয়ে এল। যখন গাছের মগডাল ছুঁইছুঁই করছি ওই সময় খুবই ধীর ছিল

www.banglainternet.com

আমার পতনের গতি, ভাবলাম : এবার বোধহয় ধপাস করে পড়ে যাব নিচে। কিন্তু কিছু একটা টেনে ধরল আমাকে, আরো মন্থর গতিতে নামতে লাগলাম আমি, শেষে মাটিতে পা ছুঁলো আমার।

'তুমি ঠিকই বলেছ, জর্জ। ওপর থেকে সব খালি মনে হয়। মাটিতে নামতেই দেখি অনেক লোক আশপাশে—কাছেই একটা চার্চ। প্রার্থনা করতে এসেছে তারা। চার্চের চুড়োটা ওপর থেকে দেখতে পাইনি ঘন গাছপালার কারণে।

বালদুর চোখ বুজল, কয়েকবার শ্বাস নিল ঘন ঘন।

'তারপর কী হল, বালদুর?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী হল,' জবাব দিল ও।

'আমি কল্পনা করতে চাইও না,' বললাম আমি। 'কী ঘটল তাই বল।'

চোখ মেলল বালদুর, বলল, 'চার্চ থেকে সবাই ছুটে এল আমার কাছে, একজন হাঁটু গেড়ে বসে, হাত ওপরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "মিরাকল!" বলে, বাকিরাও তার সঙ্গে সুর মেলাল। এমন চিৎকার কোনোদিন শোনোনি তুমি। মোটু এক লোক এগিয়ে এল আমার দিকে। "আমি একজন ডাক্তার," নিজের পরচয় দিল সে, "কী হয়েছে বলুন তো।" কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। মানে তুমি আকাশ থেকে ছিটকে পড়েছ, ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? লোকগুলোর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এখুনি না ঘোষণা করে বসে আমি একজন দেবদূত। তাই সত্যি কথাটাই বললাম।

'আমি হঠাৎ করে প্লেন থেকে পড়ে যাই।' লোকগুলো আবার 'মিরাকল' বলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

'ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, "আপনার প্যারাস্যুট আছে?" আশপাশে প্যারাস্যুটের নাম-গন্ধও নেই। কাজেই মিথ্যা কথা বলি কী করে। বললাম, "না।" ডাক্তার বলল, "আপনাকে দেখা গেছে আকাশ থেকে পড়ছেন, তারপর আস্তে আস্তে নেমে এলেন মাটিতে।" তখন এক লোক—চার্চের পাদরি হবে হয়তো—গম্ভীর গলায় বলল, "ঈশ্বরের হাত ওনাকে ধরে রেখেছিল।"

'আমি প্রতিবাদ করলাম, "না! আমার কাছে একটা অ্যান্টিগ্রাভিটি ডিভাইস আছে।" ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, "কী?" আমি পুনরাবৃত্তি করলাম, "অ্যান্টিগ্রাভিটি ডিভাইস।" হেসে উঠল সে, "আপনার জায়গায় আমি হলে ঈশ্বরের হাতের আশ্রয়ই চাইতাম।" যেন আমি ঠাট্টা করেছি।

www.banglainternet.com

'ওই সময় পাইলট তার প্লেন নিয়ে নেমে এল। কাগজের মতো সাদা মুখ তার। বারবার বলছিল, "আমার কোনো দোষ নেই। বোকাটা তার সেফটি বেল্ট খুলে ফেলে।" এমন সময় আমাকে দেখতে পেয়ে তার অজ্ঞান হবার দশা। জিজ্ঞেস করল, "এখানে এলেন কী করে ? আপনার কাছে তো প্যারাস্যুটও ছিল না।" সবাই তখন প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো গাইতে শুরু করল, পাদরি পাইলটকে বলল ঈশ্বরের হাত আমাকে রক্ষা করেছে। কারণ পৃথিবীর জন্যে বিশেষ কিছু বলার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছে। তাই ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

'পাদরির কথা শুনে আমারও মনে হতে লাগল সত্যি বিশেষ কিছু করার জন্যে আমি বেঁচে গেছি। তারপর খবরের কাগজের লোকেরা এল, এল আরো ডাক্তার—জানি না কে এদেরকে খবর দিয়েছে—আমাকে প্রশ্ন করে করে প্রায় পাগল বানিয়ে ফেলল। ডাক্তাররা থামিয়ে দিল সাংবাদিকদের, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল পরীক্ষা করার জন্যে।'

অবাক গলায় প্রশ্ন করলাম, 'ওরা তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করল ?'

'আমাকে এক মিনিটের জন্যেও একা থাকতে দেয়নি। স্থানীয় পত্রিকায় আমাকে নিয়ে হেড-লাইন ছাপা হল, রুটগার্স না কোত্থেকে যেন এক বিজ্ঞানী এলেন। তিনি ওড়ার বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি অ্যান্টিগ্রাভিটি ডিভাইসের কথা বলতে তিনি হাসলেন। আমি বললাম, "আপনার কি মনে হয় এটা কোনো অলৌকিক ঘটনা ? একজন বিজ্ঞানী হয়ে আপনি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন ?" জবাবে তিনি বললেন, "অনেক বিজ্ঞানীই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তবে অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব এটা কোনো বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করবেন না।" তারপর বললেন, "এটা কিভাবে কাজ করে দেখান তো, মি. অ্যান্ডারসন। তাহলে আমি আমার মত বদলাব।" কিন্তু আমি দেখাতে পারিনি। এখনো পারি না।'

বালদুর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

আমি বললাম, 'এক মন নিয়ে কাজ করো, বালদুর। তাহলে কাজ হবে।'

মাথা নাড়ল ও, ভাঙা গলায় বলল, 'না, কাজ হবে না। আমি বিশ্বাস করলে এটা কাজ করে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সবাই বলছে এটা একটা মিরাকল। কেউ অ্যান্টিগ্রাভিটিকে বিশ্বাস করছে না। সবাই হাসাহাসি করল আমাকে নিয়ে। বিজ্ঞানী বললেন ডিভাইসটা ধাতব একটা

www.banglainternet.com

খণ্ড ছাড়া কিছু নয়। ওতে কোনো পাওয়ার সোর্স নেই, নেই নিয়ন্ত্রণ। আর আইনস্টাইনের মতে অ্যান্টিগ্রাভিটি অসম্ভব একটি ব্যাপার। জর্জ, তুমি যা বলেছিলে তাই করা উচিত ছিল আমার। আমি আর উড়তে পারব না। কারণ আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। হয়তো ওতে অ্যান্টিগ্রাভিটির কোনো ব্যাপারই ছিল না, ঈশ্বরই হয়তো কোনো কারণে তোমার মাধ্যমে কাজটা করেছেন। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। আর নিজের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

বেচারি, আর কখনো উড়তে পারেনি ও। ডিভাইসটা দিয়ে দিয়েছিল ও আমাকে। আমি অ্যাজাজেলকে ফেরত দিয়েছি।

অবশেষে বালদুর তার চাকরি ছেড়ে দেয়, কাছের চার্চে যাজকের কাজ নেয়। চার্চের লোকজন ওকে খুব সম্মান করে। কারণ তাদের ধারণা বালদুরের ওপরে ঈশ্বরের হাত আছে।

তীক্ষ্ণ চোখে জর্জের দিকে তাকালাম আমি। অ্যাজাজেলের গল্প বলার সময় অবশ্যই একটা সারল্য ফুটিয়ে রাখে ও চেহারায়। এবারও তাই রেখেছে।

আমি বললাম, 'জর্জ, এ ঘটনা সত্যি ঘটেছে?'

'গত বছরই ঘটেছে।'

'খবরের কাগজে এইসব হাবিজাবি মিরাকল নিয়ে গল্প ফেঁদেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আমার চোখে পড়ল না কেন?'

'আপনি তো শুধু নিউইয়র্ক টাইমস পড়েন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর নিউইয়র্ক টাইমস হল বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা। তারা মিরাকল জাতীয় খবর একত্রিশের পাতায়, বিকিনি পরা সুন্দরীদের বিজ্ঞাপনের পাশে হেলাফেলায় ছাপে, ঠিক?'

'হয়তো। কিন্তু হেলাফেলায় ছাপলেও আমার চোখ এড়িয়ে যাবে কিভাবে?'

'কারণ,' উল্লসিত গলায় বলল জর্জ, 'সবাই জানে কিছু হেডলাইন ছাড়া পত্রিকার কিছুই আপনি পড়েন না। আপনি শুধু নিউইয়র্ক টাইমসে চোখ বোলান কোথায় আপনার নাম ছাপা হয়েছে তা দেখার জন্যে।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম জর্জের কথাই হয়তো সত্যি। লোকেও তাই বলে। তাই এ নিয়ে আর তর্ক করলাম না ওর সঙ্গে।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com